শতাব্দীর মোহনায় সিডনি

প্রদীপ দেব

০১

মেলবোর্ন শহরের রাস্তায় রাস্তায় নানারকম বর্ণিল পতাকা আর লাইটপোস্ট গুলোতে লালহলুদ তারার মেলা বসতে শুরু করেছে দেখেই বোঝা যায় ডিসেম্বর এসে গেছে। খ্রিস্টমাসের আর দেরি নেই।

প্রচন্ড গরম পড়েছে এই ডিসেম্বরে। যে ডিসেম্বরের সাথে আমার আজন্ম পরিচয় - সেই শীতের আমেজ মাখা বাংলাদেশের ডিসেম্বরের সাথে মেলবোর্নের এই ডিসেম্বরের কোন মিল নেই। এই নিয়ে দুটো ডিসেম্বর কাটছে আমার এই দক্ষিণ গোলার্ধে। ছোট্ট রাত আর ভোর চারটা থেকে রাত নয়টা ব্যাপী দীর্ঘ তপ্ত দিন।

সারা শহর জুড়ে এখন খ্রিস্টমাসের ব্যস্ততা, কেনাকাটার ধুম। অফিসে অফিসে বাসায় বাসায় খ্রিস্টমাসের আগেই খ্রিস্টমাস পার্টি।

- এবারের খ্রিস্টমাসে কোথায় যাচ্ছো তুমি?
বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ম্যান্ডির প্রশ্ন। প্রশ্নটা এমন ভাবে করেছে যেন আমি প্রতি খ্রিস্টমাসেই কোথাও না কোথাও যাই।

কেনের বাসায় খ্রিস্টমাস পার্টি হচ্ছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই। কেন্ মানে প্রফেসর কেনেথ এমোস। মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের জাঁদরেল প্রফেসর, আমার পি-এইচ-ডি সুপারভাইজার। সব পার্টি থেকে পালিয়ে বেড়ালেও এখানে আসতে হয়েছে। কেনের দয়ালু স্ত্রী জুলিয়ার কল্যাণে এ বাড়ির ফ্রিজের নিচের তাকে আমার জন্য কিছু সফ্‌টড্রিংকস রাখা আছে। ফ্রিজ খুলে কোক বের করতে করতে শুনলাম ম্যান্ডির প্রশ্ন।

ম্যান্ডি আমার সহপাঠী। কেনের কাছে পি-এইচ-ডি গবেষণা শুরু করেছে আমার বেশ কয়েক বছর আগে। একই অফিসে আমাদের দুজনের ডেস্ক। ফলে কিছুটা বন্ধুতা হয়েছে। গত বছর খ্রিস্টমাসের সময় সে ঘুরে এসেছে কোরিয়া থেকে। এবছরও যাবে কোথাও। তাকিয়ে দেখি মদের গ্লাস হাতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি তার প্রশ্নের কী উত্তর দেবো? আমার তো কোথাও যাবার পরিকল্পনা নেই এখনো।

মেলবোর্নে এসেছি দেড়বছর হয়ে গেলো। কাজ আর পড়াশোনা মানে আর্নিং আর লার্নিং একসাথে করতে গিয়ে ঘাড় সোজা করে আকাশ দেখার অবসরটুকুও জোটেনি এতদিন। কোথাও যাবার প্রশ্নতো অবান্তর। গতবছরের খ্রিস্টমাস কেটেছে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরে থালাবাসন ধুতে ধুতে। এবছরও হয়তো সেরকমই কাটবে। কিন্তু ম্যান্ডিকে তা বলা

যাবে না। বললে হয়তো হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে কোথাও। ইদানিং তার হাত ধরার স্বভাব তৈরি হয়েছে।

- প্রাডিব, এবারের খ্রিস্টমাসে কোথাও যাচ্ছো তুমি?
প্রথম বার শুনতে পাইনি ভেবে দ্বিতীয় বার প্রশ্নটি করলো ম্যান্ডি। একটু ঘুরিয়ে করেছে এবার। প্রথম বার ছিলো where are you going? এবার হয়েছে are you going anywhere?

- এখনো ঠিক করিনি। ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়।
বিরস উত্তর আমার।

এদেশের পার্টি শুরু হবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সবার মধ্যে পার্টির একটা প্রভাব পড়ে যায়। নেশায় চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে ওঠার আগেই মুখ দিয়ে অনবরত কথা বেরুতে থাকে। আর সবাই হয়ে ওঠে এক একজন সবজান্তা পরামর্শদাতা। উপদেশ না চাইলে কাউকে দিতে নেই- এই স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধও তখন আরো অনেক বোধের সাথে বিদায় নেয়। আমি কোথায় যাবো ভাবছি জেনে সবাই লেগে গেলো আমাকে ভাবনার হাত থেকে উদ্ধার করতে। তাদের সিরিয়াস ভাব দেখে মনে হচ্ছে তারা অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ কোন জাতীয় সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছে।

ম্যান্ডি যাচ্ছে ঝিলং - মেলবোর্ন থেকে সত্তর আশি কিলোমিটার দূরে তার মায়ের সাথে ক্রিস্টমাস পালন করতে। বললো,

- তুমি যাবে আমার সাথে? চলো না!
বড় মিষ্টি গলা ম্যান্ডির। গলার স্বরে আরো কিছু একটা আছে যাতে মনে হয় তার আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। এই যান্ত্রিক দেশে এরকম আন্তরিকতায় আমি অভ্যস্ত হইনি এখনো। চোখ তুলে তাকালাম। ম্যান্ডি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। গোলাপি স্লিভলেস টপ আর কালো স্কার্টের এই অস্ট্রেলিয়ান যুবতীকে কি আমি চিনি? এতো অন্যরকম লাগছে কেন তাকে? এত সুন্দর? নেশাতো আমি করিনি, সে করেছে। মদ খেলে কি মানুষ সুন্দর হয়ে যায় এমন হঠাৎ? এমন অপরূপ এক মেয়ে আমার মতো একজনকে কেন নিয়ে যেতে চাচ্ছে তাদের বাড়িতে?

- চলো আমার সাথে। কয়েকদিন বেশ মজা করা যাবে। আমাদের একটা ফার্মহাউজ আছে। কেউ থাকে না সেখানে। আমি আর তুমি গিয়ে থেকে আসবো কয়েকদিন।

ম্যান্ডি প্র্যাকটিকেল জোক করছে আমার সাথে! দেখতে চাচ্ছে আমি কেমন লাফিয়ে উঠি? আমার অবস্থান আমি জানি। এত তাড়াতাড়ি পথ হারানোর সাহস আমার নেই। ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শের কথা মনে পড়লো 'ম্যান্ডি থেকে সাবধান, সে ম্যান ইটার'। মনে মনে নাকচ করে দিলাম এই লোভনীয় প্রস্তাব।

আমাদের জার্মান বন্ধু ম্যাথিয়াস যাচ্ছে সিডনি। সেখানে তার গার্লফ্রেন্ড আসছে জার্মানি থেকে। আমাকে বললো আমি যেন সিডনি গেলে ভুলেও তার খোঁজ নেয়ার চেষ্টা না করি বা মোবাইলে ফোন না করি। কারণ সে কিছুদিন ইন্‌কমিউনিকাডো হয়ে থাকতে চায়। আমার বয়েই গেছে খোঁজ নিতে। আমি যেন আর জানিনা যে এরকম অবস্থায় একটা ফোনকলও কাবাবমে হাড্ডির মতো লাগে।

তবে আমিওতো ঘুরে আসতে পারি সিডনি থেকে। অস্ট্রেলিয়ায় এসেও যদি মেলবোর্নের এক কোণায় নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হয় তাহলে আর বিদেশে আসা কেন! এই 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা' টাইপের জীবন তো চট্টগ্রামে বসে স্কুল মাস্টারি করেও কাটাতে পারতাম। সিডনি যাবো ঠিক করে ফেললাম। সাথে ক্যানবেরাও ঘুরে আসবো। সিডনিতে স্বপনদারা থাকেন। মেলবোর্নে আসার ক'দিন পরেই ফোন করে বলে দিয়েছেন সিডনি গেলে যেন অবশ্যই তাঁদের ওখানে উঠি। আর ক্যানবেরাতে উর্মিরা আছে।

খ্রিস্টমাসের ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা যে অনেক দিন আগে থেকেই করে রাখতে হয় এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হয় তা বুঝলাম টিকেট কাটতে গিয়ে। প্লেনের টিকেট নেই বা থাকলেও যা আছে তা ছোঁয়ার সামর্থ্য আমার নেই। ট্রেনের টিকেট সব বিক্রি হয়ে গেছে। এমনকি খ্রিস্টমাসের ঠিক আগের দিন বা পরের দিনের বাসের টিকেটও নেই। টিকেট পেলাম খ্রিস্টমাসের দুদিন পরের। এই সময়টা অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য ছুটির সিজন। হ্যাপি হলিডেজ। ইউরোপ আমেরিকার শীত এড়াতে অনেক ট্যুরিস্ট চলে আসে দক্ষিণ গোলার্ধের এই দেশে। কাছের কোন জায়গায় ছুটি কাটাতে যাবার সময় অনেকেই নিজেদের গাড়ি নিয়ে যায়। আর দূরের যাত্রায় প্লেন, ট্রেন বা বাস। যদিও বাসকে এরা নিম্নবিত্তের বাহন মনে করে, আমার বাস যাত্রাই ভালো মনে হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্য কারণটা হলো অস্ট্রেলিয়ার কান্ট্রি সাইড দেখার সুযোগ বাস ভ্রমণেই বেশি পাওয়া যায়। আকাশের সীমানায় তো সবদেশ মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

———————